দৈনিক বাংলা

তারিখ ...12 SEP 1994 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭ ...

10

মাদ্রাসা ছাত্রীদের বৃত্তি বন্ধের জন্যে বিশ্বব্যাংকের চাপ

মিডিয়া সিন্ডিকেট, ঢাকা ১১ সেপ্টেম্বর।–মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের শিক্ষা উপবৃত্তি এবং বেতন মওকুফ কর্মসূচী থেকে মাদ্রাসা ছাত্রীদের বাদ দেয়ার জন্যে বিশ্বব্যাক সরকারের ওপর ক্রমাগত চাপ দিয়ে আসছে। কিন্তু সরকার এতে রাজী নয় বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলেই গণিত, বাংলা ও ইংরেজী ভাষা এবং বিজ্ঞান বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে মাদ্রাসা শিক্ষা নয়ারূপে চালু হয়। বর্তমান সরকার এই মাদ্রাসা শিক্ষা আরো আধুনিকীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে। তাই শিক্ষা ব্যবস্থার আওতাধীন সকল ছাত্রীরই এ সুযোগ পাওয়া উচিত বলে সরকারের দায়িত্বশীল সূত্র মনে করে। এ জন্য সরকার প্রয়োজন হলে নিজস্ব অর্থেই তাদের ব্যয় বহন করবে বলে সূত্র জানায়।

সরকার মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রীদের বেতন মওকুফ ও উপবৃত্তি কর্মসূচীর অধীনে এ পর্যন্ত দু'শ'রও বেশী থানার স্কুল–মাদ্রাসায় টাকা দিয়েছে। বাকি প্রতিষ্ঠানের অর্থ বিতরণ প্রক্রিয়া চলছে। শীগগিরই তাদের টাকা দেয়া হবে বলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল সূত্র জানায়।

সরকার গ্রামাঞ্চলে নারী শিক্ষা দ্রুত প্রসার এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে মেয়েদের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করার জন্য এ বছর জানুয়ারী থেকে এ কর্মসূচী শুরু করেছে। ৪শ' ৬০টি গ্রামীণ থানার প্রায় ১৪ হাজার স্কুল মাদ্রাসা কর্মসূচীর আওতায় এসেছে বলে সূত্র জানায়।

সূত্র মতে, বেতন মওকুফের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রীরা মাসিক বিভিন্ন হারে উপবৃত্তি পাবে। ষষ্ঠ শ্রেণীতে মাথাপিছু ২৫ টাকা, সপ্তম শ্রেণীর ৩০ টাকা, অষ্টম শ্রেণীতে ৩৫ টাকা, নবম ও দশম শ্রেণীতে ৬০ টাকা হারে এ উপবৃত্তি দেয়া হচ্ছে। নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্রীদের বই কেনা ও পরীক্ষার ফি বাবদ বছরে মাথাপিছু আড়াইশ' টাকা দেয়া হবে বলে সূত্র জানায়।

বাংলাদেশ সরকার, বিশ্বব্যাংকে, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও নোরাডের অর্থ সাহায্যে ছয় বছর মেয়াদী এ কর্মসূচীতে ব্যয় ধরা হয়েছে ৯শ' ৩৫ কোটি টাকা। কর্মসূচী বাস্তবায়িত হলে ১ কোটি ২৩ লাখ ৪০ হাজার ছাত্রী উপকৃত হবে বলে সূত্র জানায়।

সকল রেজিস্টার্ড স্কুল মাদ্রাসার ছাত্রীদের স্বনামে ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে উপবৃত্তির টাকা দেয়া হচ্ছে। বেতন–ভর্তুকি সরাসরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে এবং বছরে দুই কিস্তিতে এ টাকা দেয়া হবে।

বর্তমান অর্থ বছরে শুধুমাত্র ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর ছাত্রীদের জন্য এ কর্মসূচী নেযা হয়েছে। এ বছর ৫৩ কোটি ৫২ লাখ টাকা ব্যয় হবে এবং প্রায় সাড়ে ৭ লাখ ছাত্রী এ সুবিধা পাবে। আগামী বছর ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম ও দশম শ্রেণীর এবং '৯৬ সালে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর সব ছাত্রীকে এ কর্মসূচীর আওতায় আনা হবে বলে সূত্র জানায়।

সূত্র মতে প্রকল্প প্রণয়ন, দাতা দেশগুলোর সঙ্গে সমঝোতা এবং তাদের পরামর্শ অনুযায়ী মনিটরিং ব্যবস্থা প্রণয়নে বিলম্বের কারণে প্রথম কিস্তির টাকা ছাড় করতে দেরি হয়েছে।